হার্দিক প্রশান্তির খোঁজে

শাইখ মূসা আবদুল্লাহ জিবরীল

সূচিপত্র

প্রারম্ভিকা.....১৫
কিয়ামাতের বড়ো আলামত.....১৭
কিয়ামাতের প্রকম্পন.....২৮
তাওয়াসসুল.....৩৬
মুরাকাবা.....৫০
জুলুম.....৫৯
রমাদান.....৬৩
লাইলাতুল কদরের সাক্ষী.....৭৫
পীড়িতদের দুআ.....৮৪
জলে-স্থলে ফিতনা.....৯২
হুসনুল খুলুক.....১০০
পরীক্ষা ও বিপদাপদ.....১১৩
সওমের পেছনে হিকমাহ.....১২৩
নাফসের পরিশুদ্ধি.....১৩৭
তাদাব্বুরে কুরআন.....১৪৫
যিকির.....১৫৬

ইস্তিআযা ১৬৭
হকপন্থীদের চেনার উপায় ১৮২
আল্লাহর আউলিয়া কারা? ১৮৯
হিংসা ২০৩
সবচেয়ে সুখী মানুষ ২১৩

মুরাকাবা[৬৫]

কিছু আহলুল ইলম একমত হয়েছেন যে, মুরাকাবা অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি একাগ্রতা বা আল্লাহ আমাদের দেখছেন, এই অনুভূতি জাগ্রত রাখার উপদেশের চেয়ে আসমান ও জমিনে বড়ো কোনো সাবধানবাণী আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা নাজিল করেননি। এটি একটি বিরাট ব্যাপার—যেহেতু, একজন ব্যক্তি যখন সম্পূর্ণভাবে অবগত থাকে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা তাকে দেখছেন, সে কোনো খারাপ কাজ করতে পারে না। এজন্য তাকে নাফসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়, প্রবৃত্তির অনুসরণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়। আল্লাহর পথে মুজাহাদায় এটি সবচেয়ে বড়ো ধাপ। যে স্বীয় নাফ্স ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরাজিত হবে, তাকে বিজয়ী করা হবে না, আর না সে সাহায্য বা শক্তি লাভ করবে। এই অবস্থায়, একজন ব্যক্তি অন্তরেই পরাজিত হয়। সবচেয়ে সাহসী তারাই, যারা নিজেদের প্রবৃত্তির বিরোধিতা করতে সক্ষম। তারা সবসময় তাদের নাফ্স ও প্রবৃত্তির বিরোধিতায় লিপ্ত থাকে। সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা দেখছেন—এই ব্যাপারে যে সচেতন না, আল্লাহ তাকে ফিতনায় পতিত করেন; অবাধ্যতা ও বিদআতের ফিতনা। সে মানুষের অনুসরণ করে এবং তাদের সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে।

---

৬৫. 'মুরাকাবা' শব্দের প্রকৃত ইসলামী পারিভাষিক অর্থ এমনই—আল্লাহর প্রতি একাগ্রতা, একনিষ্ঠতা, আল্লাহ সর্বদা আমাদের দেখছেন—এ অনুভূতি অন্তরে ধারণ করা। কিন্তু শব্দটি দিয়ে ভণ্ড সুফীরা ভিন্ন এক পরিভাষা সৃষ্টি করেছে এবং মুরাকাবা হাসিলের অভিনব পদ্ধতিও আবিষ্কার করেছে যার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই, বরং তা বিদআত এবং ক্ষেত্রবিশেষে শির্কের পর্যায়ে পড়ে। –নিরীক্ষক

রাখাল বলল, 'আমি এগুলোর মালিক নই।'

তিনি বললেন, 'তোমার মনিবকে বলবে যে, নেকড়ে নিয়ে গেছে।'

রাখাল বলল, 'আল্লাহ কোথায় তাহলে? আমি যদি আমার মনিবকে এ-কথা বলি তাহলে আল্লাহর ভয় আর থাকলো কোথায়?'

ইবনু উমার রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'তাই তো, আল্লাহভীতি আর কোথায় থাকলো!' তিনি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

ওই রাখাল ছিল গোলাম। এরপর ইবনু উমার রদিয়াল্লাহু আনহু সেই রাখালের মালিকের কাছ থেকে তাকে কিনে মুক্ত করে দেন। সেই সাথে পুরো ছাগলের পালও কিনে ছেলেটিকে উপহার দেন।[৭৪]

এই ঘটনাটির শিক্ষা হলো, একটি মূলনীতি—যে-ই আল্লাহর জন্য কিছু ত্যাগ করবে, আল্লাহ এর বিনিময়ে তাকে আরও উত্তম কিছু দেবেন। আপনি যা-ই করুন, যেমন—আপনি যদি স্ত্রীর সাথে বাকবিতণ্ডা করে তাকে ছেড়ে না যান বা যদি রাগ না করে তাকে ক্ষমা করে দেন অথবা আপনার প্রতিবেশীকে ক্ষমা করে দেন—আপনি কমবেশি যা-ই করেন না-কেন, আল্লাহর জন্য করলে জেনে রাখবেন, যে-ই আল্লাহর জন্য কিছু ত্যাগ করবে, আল্লাহ তাকে এর চেয়েও উত্তম কিছু ফিরিয়ে দেবেন। এই শিক্ষাটি মনে গেঁথে রাখুন! যে-কোনো কিছু, যেমন—আপনি হয়তো কোনো মূর্খের কটুকথায় সাড়া দেন না অথবা আপনি কাউকে ভালো কিছু শিক্ষা দেন, কিংবা আপনি যদি আল্লাহর জন্য কোনো খারাপ কাজ ছেড়ে দেন—আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা আপনাকে বিনিময়ে এর চেয়ে ভালো কিছু দান করবেন।

আমি একটি সত্য ঘটনা দিয়ে এ-বিষয়ক আলোচনা শেষ করব। মুবারক ইবনু ওয়াদিহ নামক এক ব্যক্তির কাহিনী। বর্ণিত আছে, তিনি এক ব্যক্তির বাগানে পাহারাদার হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। একবার বাগানের মালিক এসে ইবনু ওয়াদিহকে বলল, 'আমাকে একটি ডালিম এনে দাও।' সে ডালিম এনে

---

৭৪. শাইখ এখানে কিছুটা সংক্ষেপে ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। এ-ঘটনায় রাখালের সাথে ইবনু উমার রদিয়াল্লাহু আনহুর কথোপকথন আরেকটু বিস্তারিতভাবে বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। যেমন, উসুদুল গবাহ ফি মা'রিফাতিস-সাহাবা : ৩/২৩৭। –সম্পাদক

রমাদান

রমাদান একটি আশ্চর্যজনক সুযোগ, তাই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য ও সন্তোষজনক পন্থায় তাঁর ইবাদাত ও আদেশ-নিষেধ মেনে চলার দ্বারা এর সদ্ব্যবহার করুন।

বর্ণিত আছে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাদানের নতুন চাঁদ দেখলে বলতেন, 'আল্লাহু আকবার! ইয়া আল্লাহ, আমাদের জন্য এ চাঁদকে নিরাপত্তা, সুস্বাস্থ্য, ঈমান ও ইসলামের সাথে উদিত করুন। আর আপনি যা ভালোবাসেন এবং যাতে সন্তুষ্ট হন, তা করার তাওফিক দিন। আল্লাহ আমাদের রব এবং তোমাদের রব।'[৮৩]

এভাবে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাদানের আগমন ঘটলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার মহিমা ঘোষণার মধ্য দিয়ে রমাদান শুরু করতেন। রমাদান আসলে জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেওয়া হয়, একটিও বন্ধ থাকে না। আর জাহান্নামের সাতটি দরজাই বন্ধ করে দেওয়া হয়। শয়তানদের শেকলাবদ্ধ করা হয়। এগুলো হলো এই মহান মাসের তিনটি বরকতময় বৈশিষ্ট্য।

---

৮৩. ইবনু উমার রদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, যখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নতুন চাঁদ দেখতেন তখন বলতেন— 'اللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللهُ' সুনানুদ দারিমী : ১৬৪৩; কিছু শব্দের ভিন্নতায়, সুনানুদ দারিমী : ১৬৪৪; সুনানুত তিরমিযী : ৩৪৫১, মুসনাদু আহমাদ : ১৪০০, রিয়াদুস সলিহীন : ১২২৮। –সম্পাদক

প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস চাইলো এবং বলল, 'ওয়াল্লাহি আপনি তা অবশ্যই দেবেন।'

উমার রদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক। যারা মুসলিমদের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে তাদের এমনই হওয়া উচিত। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার ওলীরা এমনই হয়।

উমার রদিয়াল্লাহু আনহু লোকটিকে বললেন, 'আর যদি আমি তা না করি?'

সে বলল, 'তাহলে হে আবু হাফসা আমি চলে গেলাম।'

উমার রদিয়াল্লাহু আনহু ঠাট্টার ছলে বললেন, 'তুমি চলে গেলে তাতে কী হবে?'

লোকটি বলল, 'আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, পরকালে আপনি আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবেন।' দুনিয়াতে আমরা যাদের সাথে অন্যায় করেছি, সেখানে আমাদের নেক আমলগুলো তাদের দিয়ে দেওয়া হবে। আর জিজ্ঞাসিতের স্থান হবে হয় জাহান্নাম, নয়তো জান্নাত। আপনি কী মনে করেন? আপনি পরকালে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবেন না? রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা প্রত্যেকেই অভিভাবক এবং অধস্তনদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।'[২৯২]

এ কথা শুনে উমার রদিয়াল্লাহু আনহুর হৃদয় প্রকম্পিত হলো এবং তিনি কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে তার দাড়ি ভিজে গেল। তিনি তার খাদেমকে বললেন, 'তাকে আমার জামাটা দিয়ে দাও। ওয়াল্লাহি আমার কাছে কেবল

---

২৯২. কিছু শব্দের ভিন্নতায় হাদিসটি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে। ঠিক উল্লিখিত প্রসঙ্গে, অর্থাৎ অধস্তন জনগণের ব্যাপারে নেতা বা শাসকের জিজ্ঞাসিত হওয়া প্রসঙ্গেও হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনু উমার রদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। কাজেই প্রত্যেকেই নিজ অধস্তনদের বিষয়ে জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হবে। যেমন—জনগণের শাসক তাদের দায়িত্বশীল, কাজেই সে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন পুরুষ তার পরিবার-পরিজনদের দায়িত্বশীল, কাজেই সে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের এবং তার সন্তানের ব্যাপারে দায়িত্বশীল, কাজেই সে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। আর ক্রীতদাস আপন মনিবের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। কাজেই সে এ-বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। শোনো! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। কাজেই প্রত্যেকেই আপন অধস্তনদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। [সহিহুল বুখারী : ২৫৫৪(ই.ফা. ২৩৮৬)] –সম্পাদক

সবচেয়ে সুখী মানুষ

আমি সবচেয়ে সুখী লোকদের খুঁজে বের করতে চাই—তারা কারা? আর সবচেয়ে হতভাগাই-বা কারা? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা তাঁর সৃষ্টিকে কেবল ধ্বংস করার জন্য সৃষ্টি করেননি, বরং স্থায়ী ও অনন্তকালের জীবন আখিরাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি এই জীবনে তাদের পরীক্ষা করার জন্য সৃষ্টি করেছেন, আর পরকালে তারা চিরকাল জীবিত থাকবে। এক বিরাট সংখ্যক মানুষ একে অস্বীকার করে। তারা বলে, মৃত্যুর মাধ্যমে তাদের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে। এটি বড়ো মারাত্মক ভুল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা মানুষকে দুনিয়ার জীবনে পরীক্ষা করার জন্য সৃষ্টি করেছেন, যেমনটা আলী রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 'আজ আমলের সুযোগ আছে, কোনো হিসাব নেই। আর কাল হিসাব থাকবে, আমলের সুযোগ থাকবে না।'[৩৩৫]

যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, তাদের ব্যাপারে এক কবি বলেছেন—

মানবজাতিকে অনন্তকালের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে,
যদিও কিছু জাতি তাদের বিশ্বাসে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়েছে ভেবে এই,
মৃত্যুর পর বুঝি আর কোনো জীবন নেই।

---

৩৩৫. আলী রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন—'ইহকাল পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে চলে যাচ্ছে, আর পরকাল সম্মুখে আসছে। আর এদের প্রত্যেকটির সন্তানাদি রয়েছে। তবে তোমরা পরকালের সন্তান হও, ইহকালের সন্তান হয়ো না। কেননা আজ আমলের সময়, এখানে কোনো হিসাব নেই। আর আগামীকাল হিসাব-নিকাশ হবে, সেখানে কোনো আমল নেই।' [সহিহুল বুখারী : ৬৪১৭ (ই.ফা. ৫৯৭৫); ইবনু আবি শাইবাহ, আল-মুসান্নাফ : ৩৪৪৯৫; বাইহাকী, শুআবুল ঈমান ১০৬১৪] –সম্পাদক

এই জাতিগুলো পথভ্রষ্ট হয়েছে, এদের বিশ্বাস মৃত্যুর মাধ্যমে আমাদের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে। বিচারদিবসে আর তাদের পুনরুত্থিত করা হবে না। তারা বিচার দিবসে কবর থেকে পুনরুত্থিত হওয়াকে অস্বীকার করে। নিশ্চয়ই আমলের স্থান থেকে হয় দুঃখ নয়তো সাফল্যের স্থানে অর্থাৎ জাহান্নাম অথবা জান্নাতে স্থানান্তরিত করা হবে। ক্ষণস্থায়ী জীবন থেকে চিরস্থায়ী জীবনে মৃত্যু একটি পুনর্বাসন। আমরা মুসলিমরা এটাই বিশ্বাস করি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা হাদিসে কুদসিতে বলেন, 'হে আমার বান্দারা, পরকালে আমি তোমাদের কৃত আমলেরই ফলাফল পূর্ণভাবে বুঝিয়ে দেবো। তোমাদের মাঝে যে কল্যাণপ্রাপ্ত হবে সে যেন আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়, আর যে অকল্যাণপাপ্ত হবে সে যেন নিজেকেই দোষারোপ করে।'[৩৩৬]

যারা সেদিন হিসাব ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করবে, তারাই হবে সবচেয়ে সুখী মানুষ। তারা এই জীবনেও সুখী। বিচার দিবসে যখন সব মানুষকে পুনরুত্থিত করা হবে, তখন সবাই নবী ও রসূলদের কাছে যাবে যাতে তারা আল্লাহর কাছে হিসাব শুরু করার জন্য আবেদন করেন। কেননা বিচার দিবস হবে ৫০ হাজার বছরের সমান দীর্ঘ। সব নবী ও রসূলগণ সুপারিশ করতে অপারগতা প্রকাশ করবেন। তারপর তারা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুপারিশ করার জন্য অনুরোধ করবে। অতঃপর তিনি আল্লাহর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করবেন এবং তাকে অনুমতি দেওয়া হবে। কারণ তিনি মানবজাতির নেতা, সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অনুমতি পেয়ে তিনি আল্লাহর আরশের নিচে সিজদাবনত হয়ে যাবেন—এক দীর্ঘ ও বিরাট সিজদাহ। এরপর তিনি স্বীয় রবের এমন কৃতজ্ঞতা ও মহত্ত্বপূর্ণ প্রশংসা করবেন, যা ইতঃপূর্বে কেউ জানতো না। আল্লাহ রব্বুল আলামিনই তাঁকে সেগুলো শেখাবেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁকে বলবেন, তোমার মাথা উঠাও! প্রার্থনা করো, কবুল করা হবে! সুপারিশ করো, তোমার সুপারিশ কবুল করা হবে! রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মাথা উঠিয়ে

৩৩৬. সহিহ মুসলিম : ২৫৭৭ (ই.ফা. ৬৩৩৮)